তারিখ 11 MAY 2003
পৃষ্ঠা 8

সংবাদ

সম্পাদকীয়

# নিম্নমানের স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা বন্ধ করতে গড়িমসি কেন

গত শুক্রবার এক সাক্ষাৎকারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বলেন, সারাদেশে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর এক জরিপ চালিয়ে ৩০ শতাংশ বা দশ হাজার স্কুল, কলেজ আর মাদ্রাসা পাওয়া গেছে, যা খুবই নিম্নমানের। সাইনবোর্ডসর্বস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আবার মাদ্রাসার সংখ্যাই বেশি। এসব প্রতিষ্ঠানের অনুদান এবং রেজিস্ট্রেশন বাতিলের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে বলে তিনি জানান।

এর আগে আমরা খবর পেলাম যে, সারাদেশের ১ হাজার ৩শ' ৭০টি ভুয়া ও মানহীন বেসরকারি স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও (অর্থাৎ সরকারি বেতন সহায়তা) বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে। এছাড়া এ জাতীয় আরও ২ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও এবং সরকারি অনুমোদন কেন বাতিল করা হবে না সেজন্য তাদের কারণ দর্শাও নোটিশ দেয়া হচ্ছে। যে ১ হাজার ৩শ' ৭০টি বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার এমপিও বাতিলের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, গত ২০০২ সালের এসএসসি, এইচএসসি, দাখিল, আলিম ও ডিগ্রি পরীক্ষায় তাদের পাসের হার 'শূন্য'; কিন্তু শিক্ষা সচিব তার সাক্ষাৎকারে বলেন, সরকার নিম্নমানের তিন হাজার বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করেন। অর্থাৎ 'পাশের হার শূন্য' হলেও কোন প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। তবে শিক্ষা সচিব আরও জানান যে, আরও ৭ হাজার প্রতিষ্ঠানকে শিগগিরই 'নোটিশ করা হবে' যেগুলোর পাসের হার ১০ শতাংশের নিচে।

সরকারি কর্মকর্তারা বলছেন, সকল পর্যায়ের পরীক্ষায় নকল করার প্রবণতা অব্যাহত থাকাসহ নানা পরিস্থিতিতে দেশী শিক্ষার মান নিয়ে যখন প্রশ্ন উঠেছে, সেই পটভূমিতে নিম্নমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করতে সরকারিভাবে 'দীর্ঘ সময় ধরে' দেশের সব বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর জরিপ চালানো হয়েছে। এ জরিপ থেকে নাকি দেখা গেছে, দেশের সর্বমোট ৩০ হাজার স্কুল, কলেজ ও সমমানের মাদ্রাসার মধ্যে ১০ হাজার প্রতিষ্ঠানই মূলত ভুয়া এবং লেখাপড়া চালানোর সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত এবং এগুলো এখনই বন্ধ করে দেয়া যায়। কিন্তু অন্যদিকে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অপকর্ম অব্যাহত রাখার জন্য ইতোমধ্যেই নানা ধরনের 'খেলা' শুরু হয়েছে। তার একটি নিদর্শন বন্ধের বদলে কারণ দর্শাও নোটিশ।

নিম্নমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা, শিক্ষক নিয়োগ এবং সরকারি অনুমোদন ও এমপিওভুক্তির সঙ্গে সর্বস্তরে বড় রকমের দুর্নীতির ধারাবাহিকতা আছে। নিম্নমানের বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাদের ছাত্রছাত্রী হিসেবে দেখানো হয় তারা কেউই প্রকৃত ছাত্র-ছাত্রী নয়। সারা বছর কোন ক্লাস বা লেখাপড়া হয় না। খাতা-কলমে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব থাকলেও বাস্তবে কোন কার্যক্রম নেই। অথচ শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ক্ষেত্রবিশেষে ছাত্রছাত্রীর চেয়েও বেশি। কেবল প্রতিষ্ঠান টিকিয়ে রেখে সরকার থেকে বেতন নেয়ার উদ্দেশ্যে আশপাশের স্কুল-কলেজ থেকে ফেল করা ছাত্রছাত্রী ধরে এনে ফরম পূরণ করানো হয়। সরকার থেকে বেতন আদায়ের উদ্দেশ্যে স্থানীয় 'টাউট-বাটপার মহল' রাজনৈতিক স্বার্থে এবং এলাকার দলাদলিতে প্রভাব ও আধিপত্যের উদ্দেশ্যে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে লাখ লাখ টাকা ঘুসের বিনিময়ে অযোগ্য লোকদের শিক্ষক হিসেবে চাকরি দিয়েছে। অন্যদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা অধিদপ্তর ও শিক্ষা বোর্ডগুলোর একশ্রেণীর দুর্নীতিবাজ মহলের সঙ্গে আঁতাত করে অর্থের বিনিময়ে সরকারি অনুমোদন লাভ ও এমপিও পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসব নিম্নমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিলে দেশের শিক্ষার কোন ক্ষতি হবে না। এগুলো জিইয়ে রাখলে শিক্ষার সর্বস্তরে দুর্নীতি জিইয়ে রাখা হবে। অথচ শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী নিম্নমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার ব্যাপারে ইতোমধ্যেই দ্বিমত পোষণ করেছেন। ফলে ১০ হাজার নিম্নমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সরকারের শ' শ' কোটি টাকা লুটপাট অব্যাহত থাকতে পারে। এখন আমরা যে 'বটম লাইন' দেখতে পাচ্ছি তা হলো, নিম্নমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হচ্ছে না এবং জরিপটা পণ্ডশ্রমে পরিণত হতে যাচ্ছে।